হাসান রাউফুন

পাণ্ডুলিপি থেকে বই

সাহিত্যদেশ

উ ৎ স র্গ

শফিক সাইফুল

প্রকাশক শুধু গ্রন্থ প্রকাশ করেন না
গ্রন্থ রচনার জন্য বিষয় নির্বাচন করেন এবং
গ্রন্থ রচনার জন্য প্রণোদনাও দেন।

লেখক রচিত নিয়মকানুন ও কলাকৌশল-জাতীয় বই

সাহিত্য

১. কিশোর ছড়া কবিতার রূপ-অরূপ, উৎস প্রকাশন, ২০১০
২. ছন্দ শেখার কলাকৌশল, বাংলাপ্রকাশ, ২০১২, ২০১৯
৩. ছড়া-কবিতার ব্যাকরণ, অন্যন্যা, ২০১৫
৪. ছড়া-কবিতার ব্যাকরণের ক্লাস, চমনপ্রকাশ, ২০১৭
৫. গল্প লেখার কলাকৌশল, সাহস পাবলিকেশন্স, ২০১৯
৬. বাংলা লেখার নিয়মকানুন, সময় প্রকাশন, ২০২১
৭. কবিতা লেখার নিয়মকানুন, শব্দশৈলী, ২০২১
৮. লেখক যদি হতে চাও, কারুবাক, ২০২২
৯. অলংকার ব্যবহারের কলাকৌশল, শিখা প্রকাশনী, ২০২৩
১০. ছড়ার ছক্কা: ছয় নিয়মে ছড়া লেখা, চমনপ্রকাশ, ২০২৪
১১. নজরুল শিশুকাব্যে নন্দন ও ব্যাকরণ, দেশ পাবলিকেশন্স, ২০২৫
১২. কিশোর কবিতা : রূপ-রূপান্তর ও রচনাকৌশল, দেশ পাবলিকেশন্স, ২০২৫
১৩. লোকছড়া : রূপ-রূপান্তর ও রচনাকৌশল, অপেরা পাবলিকেশন, ২০২৫

ব্যাকরণ

১৪. উচ্চারণের ক্লাস, চমনপ্রকাশ, ২০১৭
১৫. শুদ্ধ বলা ও লেখার নিয়মকানুন, ঝিনুক প্রকাশনী, ২০২১
১৬. প্রমিত বানানের নিয়মকানুন, ঝিনুক প্রকাশনী, ২০২১
১৭. বাংলা ভাষার প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ, উত্তরণ, ২০২২
১৮. যতিচিহ্ন ব্যবহারের নিয়মকানুন, শব্দশৈলী, ২০২৩
১৯. ণত্ব ষত্ব বিধান যত্ত, গ্রন্থকুটির, ২০২৪

মিডিয়া

২০. চলচ্চিত্র শিক্ষা, ২০১০
২১. আবৃত্তি শেখার কলাকৌশল, স্বরবৃত্ত, ২০১৩, ২০১৮
২২. আবৃত্তির ক্লাস, চমনপ্রকাশ, ২০১৭
২৩. চিত্রনাট্য রচনার কলাকৌশল, প্রতিভাপ্রকাশ, ২০১৭
২৪. টিভিনাটক নির্মাণের কলাকৌশল, কারুবাক, ২০১৭, ২০২৩
২৫. শর্টফিল্ম নির্মাণের কলাকৌশল, সাহিত্যদেশ, ২০১৮
২৬. দেয়ালপত্রিকা প্রকাশের নিয়মকানুন, সহজপাঠ প্রকাশন, ২০১৯
২৭. খেলাধুলার নিয়মকানুন, সহজপাঠ প্রকাশন, ২০১৯
২৮. বিশ্ব চলচ্চিত্র ইতিহাসচর্চা, সাহস পাবলিকেশন্স, ২০২০
২৯. বিতর্কের নিয়মকানুন, উৎস প্রকাশন, ২০২২
৩০. আবৃত্তির নিয়মকানুন, কারুবাক, ২০২৩
৩১. সম্পাদনা ও প্রুফরিডিংয়ের নিয়মকানুন, কবি প্রকাশনী, ২০২৩
৩২. চিত্রনাট্য রচনাকৌশল, কবি প্রকাশনী, ২০২৪
৩৩. পাণ্ডুলিপি থেকে বই, সাহিত্যদেশ, ২০২৪

ভূমিকা

যাঁরা লেখালেখির মধ্যে আছেন অথবা কোনো মুদ্রণ ও প্রকাশনা কর্মে নিয়োজিত কিংবা আছেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায়—তাঁদের কাছে কোনো পাঠ (Content) তৈরিকরণ থেকে শুরু করে প্রুফ সংশোধন ও সম্পাদনা হলো একেকটি অপরিহার্য টেকনিক্যাল হাতিয়ার বা কৌশল। এতদঞ্চলে আমরা অনেকেই লেখালেখি করে থাকি কিন্তু লেখার মধ্যে যে কত ভুল থেকে যায় তা নিয়ে আমরা অনেকাংশই খুব ভালো নজর দেই না। এছাড়া যেকোনো লেখার জন্য যথাযথ বিষয় নির্বাচনও খুব জরুরি। আবার সেই লেখার যে চূড়ান্ত পরিণতি অর্থাৎ যথাযথ 'প্রকাশ'—তার দিকে আমাদের মনোনিবেশ তো খুবই কম।

যেসব পাঠকেন্দ্রিক (Texual) প্রকাশিত দ্রব্যসমূহ আমরা দেখি সেসবের মধ্যে প্রায়ই পাঠযোগ্যতা (Readability) ও স্পষ্টতা (Legibility) থাকে না, যে কারণে সেটি সুখপাঠ্য এবং চোখের জন্য স্বস্তিদায়ক হয় না। কারণ লেখা লিখলেই হয় না; সেটি পরিশুদ্ধ ও পরিশীলিতভাবে লিখতে হয়। শব্দচয়ন, বাক্যগঠন থেকে শুরু করে কোনো লেখার শক্ত বাঁধুনি ও সংযোগ (Organization and Linkage) বজায় রাখা এবং সেসব রচনার প্রুফ সংশোধন ও সম্পাদনা যথাযথ হয়েছে কি না কিংবা তার ভাষাগত ও আলংকারিক (Graphical) অবয়বটি ঠিক হয়েছে কি না সেদিকে লক্ষ করাও একেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়দায়িত্ব। কারণ একটি ভালো লেখার প্রকাশযোগ্য অবয়বটি ভালো না হলে সেটি যেমন পণ্য হিসেবে বিকোয় না আবার একটি খারাপ পাঠ (Substandard Text) যত ভালো অবয়বেই উপস্থাপন করা হোক না কেন তাও বাজারে এবং পাঠকের মনোজগতে ঢুকতে পারবে না।

এ রকম অনেক দৈন্যের মাঝেও একটি চওড়া হাসির আলো নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়েছে মুদ্রণ ও প্রকাশনা জগতে সতত ক্রিয়াশীল হাসান রাউফুনের লেখা 'পাণ্ডুলিপি থেকে বই' শীর্ষক গ্রন্থখানি। ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক ও ব্যাখ্যাকার উইলিয়াম থ্যাক্‌রে (Thakeray) বলেছেন—A good laugh is a sunshine in a house. হাসান রাউফুনের গ্রন্থখানি আমাদের মুদ্রণ ও প্রকাশনা জগতে একটি যেন চওড়া হাসির আলো। তাঁর এ গ্রন্থে রয়েছে পাণ্ডুলিপি রচনা থেকে শুরু করে তার প্রুফরিডিং ও সম্পাদনা, গ্রন্থের প্রকাশযোগ্য নির্মাণের সকল পন্থা-পদ্ধতি অর্থাৎ অক্ষর যোজনা থেকে মুদ্রণ এমনকি বাঁধাই পর্যন্ত এবং সে গ্রন্থের বিপণন থেকে রিভিউ ও সমালোচনা পর্যন্ত। পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন থেকে শুরু করে একটি গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাশনা পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে এমন

একটি বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ বই আমাদের এখানে চলমান এ ধরনের বইয়ের শূন্যতা পূরণ করবে। এ গ্রন্থে মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিষয়ে বিস্তৃত জ্ঞানের পাশাপাশি অসংখ্য খুঁটিনাটি এবং প্রায়োগিক ও টেকনিক্যাল বিষয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে তা এই শাখার জ্ঞান-অন্বেষকদের আকাঙ্ক্ষা যারপরনাই তৃপ্ত করবে। গ্রন্থটি শুধু মুদ্রণ ও প্রকাশনা জগতের পেশাজীবীদের সাহায্য করবে তাই নয় এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠ্য মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধ্যয়ন এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতাসহ বিভিন্ন প্রায়োগিক ডিসিপ্লিনের শিক্ষার্থীদের প্রভূত সাহায্য করবে। এ জন্য হাসান রাউফুন হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে নিঃসৃত ভালোবাসা ও ধন্যবাদ পাবার যোগ্য।

অলংকারস্রষ্টা ইংরেজ লেখক ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon) বলেছিলেন—Some books are to be tasted, others to be swallowed and some few to be chewed and digested. বিষয়বস্তুর প্রকৃতি ও টেকনিক্যালিটির কারণে হাসান রাউফুনের গ্রন্থখানি শুধু স্বাদগ্রহণ অথবা গলাধঃকরণের বিষয় নয় বরং গ্রন্থটি রোমন্থনও করতে হবে এবং এর সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। যাঁরা করতে পারবেন তাঁরাই প্রকাশনা জগতে তাঁদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে উজ্জ্বল আলো ফেলতে পারবেন।

এ গ্রন্থের সম্ভাবনাময় পাঠকদের নিরন্তর শুভেচ্ছা জানাই।

বিনয়াবনত

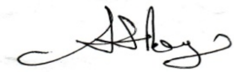

অধ্যাপক ড. সুধাংশু শেখর রায়
অনারারি অধ্যাপক (প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান)
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধ্যয়ন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২৮ নভেম্বর ২০২২

মুখবন্ধ

পাণ্ডুলিপি, বই, লেখক ও প্রকাশক—হরিহর আত্মা। একটি ছাড়া অন্যটি কল্পনাও করা যায় না। হাতে লেখা অথবা কম্পোজ করা বই হলো পাণ্ডুলিপি। বইয়ের বৈশিষ্ট্যগুলো মেনে পাণ্ডুলিপি দিয়ে তৈরি করা হয় বই। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান একটি বৃহৎ শিল্প। তাই ছোটো একটি গ্রন্থে এই শিল্পের কর্মকাণ্ড উপস্থাপন করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত আছে শত শত সৃজনশীল লেখক ও কর্মী। তবু আমি তিনটি অধ্যায়ে তথা প্রথম অধ্যায়: পাণ্ডুলিপি-সংক্রান্ত কাজ (প্রকাশপূর্ব বা প্রি-প্রোডাকশন), দ্বিতীয় অধ্যায়: বই-সংক্রান্ত কাজ (প্রকাশপর্ব বা প্রোডাকশন) এবং তৃতীয় অধ্যায়: বই বিপণন (প্রকাশপরবর্তী বা পোস্ট-প্রোডাকশন) গুছিয়ে উপস্থাপন করেছি।

লেখক বই লেখেন কিন্তু প্রকাশক বই প্রকাশ করেন এবং তিনি বিষয় অনুসারে লেখককে দিয়ে সময় ও চাহিদা অনুয়ায়ী পাণ্ডুলিপি তৈরি করে তা প্রকাশ করেন। মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম এই বইয়ের ব্যাপারেও তাই করেছেন। লেখক, প্রকাশক বন্ধুবর শফিক সাইফুলের (মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম) কাছে কৃতজ্ঞ আমাকে দিয়ে এমন একটি বই রচনা করিয়ে নিয়েছেন। পাণ্ডুলিপিটি দেখে দেওয়ার জন্য প্রফেসর প্রীতিশ সরকার দাদার প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়ে চিরকৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন স্টাডিজ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সুধাংশু শেখর রায়।

বইটি কাজে লাগলে আমার সার্থকতা।

হাসান রাউফুন
মগবাজার, ঢাকা
৩ জুলাই ২০২৪

সূচি

প্রথম অধ্যায়: পাণ্ডুলিপি-সংক্রান্ত কাজ (প্রকাশপূর্ব বা প্রি-প্রোডাকশন)

পাঠ ১: পাণ্ডুলিপি	**১৫—২৬**
পাণ্ডুলিপির সংজ্ঞার্থ	১৫
পাণ্ডুলিপির ইতিহাস	১৫
পাণ্ডুলিপির শাখা	১৫
পাণ্ডুলিপি তৈরির শর্ত	১৫
পাণ্ডুলিপির যত্ন ও সংরক্ষণ	১৬
পাণ্ডুলিপির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি	১৬
পাণ্ডুলিপি সময়োপযোগিতা	১৬
পাণ্ডুলিপি ও বই পরিবার	১৬
পাণ্ডুলিপি ও বইয়ের স্বত্ব নিবন্ধন (কপিরাইট)	২০
পাণ্ডুলিপি তৈরি এবং বই প্রকাশের প্রশিক্ষণ	২১
পাণ্ডুলিপি তৈরির নিয়ম	২২
পাঠ ২: সম্পাদনা	**২৬—৪৩**
সম্পাদনার সংজ্ঞার্থ	২৬
সম্পাদকের গুণ	২৭
সম্পাদকের কাজ	২৭
ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সম্পাদনা	২৭
সম্পাদনার পরিভাষা	২৭
সম্পাদনার গুণ	৩১
সম্পাদনার উপকরণ	৩৩
সম্পাদনার নিয়ম	৩৩
পাঠ ৩: প্রুফরিডিং	**৪৩—৬৪**
প্রুফরিডিংয়ের সংজ্ঞার্থ	৪৩
সম্পাদনা ও প্রুফরিডিংয়ের ভুল	৪৩
প্রুফরিডিংয়ের নিয়ম (প্রুফ সংশোধন রীতি)	৪৫
পাঠ ৪: মেকআপ—গেটআপ—সেটআপ—ডিজাইন	**৬৫—৬৬**
পাঠ ৫: চুক্তিনামা	**৬৬—৬৮**

দ্বিতীয় অধ্যায়: বই-সংক্রান্ত কাজ (প্রকাশপর্ব বা প্রোডাকশন)

পাঠ ১: বই ৬৯—৮৩

বইপাঠ ৭০

বইয়ের বৈশিষ্ট্য ৭১

বইয়ের অংশ ৭১

বইয়ের প্রকরণ ৭৪

প্রকাশনার রেজিস্ট্রেশন ৭৫

ওয়েব বুক বা ডিজিটাল বুক ৭৬

বইমেলা বা বইবতর ৭৬

বইমেলার ইতিহাস ৭৭

বইয়ের সময়োপযোগিতা ৭৯

বই প্রকাশের সমস্যা ও সমাধান ৭৯

বই প্রকাশের পদ্ধতি ৮০

পাঠ ২: চুক্তিপত্র ৮৩—৮৫

প্রকাশক ও ছাপাখানার মালিকের সঙ্গে চুক্তিপত্র ৮৩

প্রকাশক ও বাইন্ডারের সঙ্গে চুক্তিপত্র ৮৪

লেখক বা প্রকাশক ও সম্পাদক বা প্রুফরিডারের সঙ্গে চুক্তিপত্র ৮৪

পাঠ ৩: বই মুদ্রণশিল্প ৮৫—১১১

মুদ্রণশিল্পের সূচনা পর্বের বৈশিষ্ট্য ৮৬

বিশ্বে বই মুদ্রণ ও বিক্রি ৮৭

বই ও মুদ্রণশিল্প ৮৭

বিশ্বে মুদ্রণশিল্প ৮৯

বিশ্বে প্রথম মুদ্রিত বই ৯০

প্রথম ধাতব অক্ষরের মুদ্রণশিল্প ৯০

আধুনিক মুদ্রণশিল্প ৯১

ভারতবর্ষে মুদ্রণশিল্প ৯১

পর্তুগিজ মুদ্রণশিল্প ৯৩

কলকাতায় প্রথম মুদ্রণশিল্প ৯৪

বাংলাদেশে মুদ্রণশিল্প ৯৪

প্রথম বাংলা মুদ্রণশিল্প ৯৭

শ্রীরামপুর মিশন প্রেস ৯৮

পূর্ববঙ্গে মুদ্রণশিল্প ৯৮

রংপুর বার্তাবহযন্ত্র ৯৮

ঢাকায় মুদ্রণশিল্প ৯৮

কাঠের টুকরায় মুদ্রণশিল্প ৯৯
পূর্ব এশিয়ার মুদ্রণশিল্প ৯৯
মধ্যপ্রাচ্যে মুদ্রণশিল্প ৯৯
ইউরোপে মুদ্রণশিল্প ১০০
পরিবর্তনযোগ্য মুদ্রণশিল্প ১০০
মুদ্রণশিল্পে জোহানেস গুটেনবার্গ ১০১
মুদ্রণের উপাদান ১০১
মুদ্রণপদ্ধতি ১০১
ছাপাখানার ভূত ১০৫
বইয়ের মুদ্রণশৈলী ১০৬
মুদ্রণশিল্পের পরিভাষা ১০৬
মুদ্রণশৈলীর ভাষা ১০৭
বই প্রকাশের নিয়ম ১০৮
বইয়ের যত্ন ও সংরক্ষণ ১১০

পাঠ ৪: বই বাঁধাইশিল্প ১১২—১১৭

বই বাঁধাইয়ের খরচ ১১৩
বই বাঁধাই মেশিন ১১৪
বই বাঁধাই প্রক্রিয়া ১১৪
সনাতন বই বাঁধাই বাণিজ্যে বিভাগ ১১৪
প্রাথমিক বইয়ের ফরমেট ১১৫
বই বাঁধাইয়ের ধরন ১১৫
বই বাঁধাইশিল্পের উপকরণ ১১৭

তৃতীয় অধ্যায়: বই বিপণন (প্রকাশপরবর্তী বা পোস্ট-প্রোডাকশন)

পাঠ ১: বই বিপণন ১২০—১৪৪

বই প্রকাশনার লগ্নি ১২০
বই প্রকাশনাসমূহ ১২০
বই ব্যবস্থাপনা ১২১
বই বিপণনের মৌলিক ধারণা ১২১
বই বিপণনের গুরুত্ব ১২২
বই বিপণনের আওতা বা পরিধি ১২৪
বই বিপণন কার্যাবলি ১২৬
বই বিপণন-পদ্ধতির লক্ষ্য ১২৮
বই বিপণন কৌশল (Book Marketing Policy) ১২৯
বই বিপণন প্রসার ১২৯

শিল্পপণ্য বিপণনে বিবেচ্য বিষয় বা বিপণন-পদ্ধতি ১৩০
বই বিপণন ও বিজ্ঞাপন ১৩২
বই বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব (Significance of Advertising) ১৩৩
বই জনসংযোগ (Public Relations) ১৩৫
অনলাইন বই বিপণন ১৩৬
পঠনের ওপর বই বিপণন পরিবেশের প্রভাব ১৩৬
পাঠক আচরণের বৈশিষ্ট্য
(Characteristics of Reader Behavior) ১৩৮
বই বিপণনে পাঠক আচরণের গুরুত্ব ১৩৯
পাঠক আচরণে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান ১৪০

পাঠ ২: বই বিক্রয়, প্রদর্শন ও মুনাফা বণ্টন ১৪৪—১৪৮
বই বিক্রয় প্রতিনিধি (Booking Agent) ১৪৭
বই মুনাফা বণ্টন (Profit Distribution) ১৪৭
বই সেন্সর (Book Censor) ১৪৭

পাঠ ৩: বই রিভিউ এবং বই সমালোচনা ১৪৮—১৫৫
বই রিভিউ ১৫০
বই সমালোচনা ১৫১

প্রথম অধ্যায়

পাণ্ডুলিপি-সংক্রান্ত কাজ

(প্রকাশপূর্ব বা প্রি-প্রোডাকশন)

পাঠ ১: পাণ্ডুলিপি

পাণ্ডুলিপির সংজ্ঞার্থ

পাণ্ডুলিপি মূলত একটি বইয়ের প্রথম খসড়া। পাণ্ডুলিপি একটি গ্রন্থের পূর্বপর্যায় বা খসড়া যা লেখক কর্তৃক রচিত। মানসম্মত বিন্যাস উপস্থাপিত হাতের লেখা বা কম্পোজে তৈরিকৃত পূর্বগ্রন্থ হলো পাণ্ডুলিপি। প্রকাশনার বিবেচনার জন্য প্রকাশকের কাছে জমাকৃত বইয়ের অপ্রকাশিত সংস্করণ। প্রাকমুদ্রণ বই হলো পাণ্ডুলিপি। পাণ্ডুলিপির পরিভাষা হলো কপি, অনুলিপি, প্রতিলিপি, পুথি, খসড়া বই, হস্তলিখিত পুস্তক, Copybook, Script, Manuscript ইত্যাদি।

পাণ্ডুলিপির ইতিহাস

পাণ্ডুলিপির ইতিহাস প্রাচীন ইতিহাস। ইতিহাস থেকে জানা যায়, প্রথম পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় মিশরে, খ্রিস্টপূর্ব ২৯১৪-২৮৬৭ অব্দে। প্রাচীন প্যাপিরাস এবং সমাধিতে পাওয়া গেছে পাণ্ডুলিপিটি। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি 'চর্যাপদ'। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবার গ্রন্থাগার থেকে এটি আবিষ্কার করেন যা ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়। ধারণা করা হয়, এটি রচিত হয়েছিল ৭৫০ সালে রাজা গোপালচন্দ্রের সময়।

পাণ্ডুলিপির শাখা

পাণ্ডুলিপির শাখা রয়েছে কয়েকটি। যেমন: কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, জীবনী, গবেষণা, শিশুসাহিত্য, অভিধান ইত্যাদি। এসবের ভিন্ন ভিন্ন রচনাকৌশল এবং উপস্থাপনশৈলী রয়েছে।

পাণ্ডুলিপি তৈরির শর্ত

বই হওয়ার প্রথম শর্ত হলো পাণ্ডুলিপি রচনা করা। রচিত পাণ্ডুলিপি প্রকাশযোগ্য হয়ে ওঠে না। একটি ধারাবাহিক পদ্ধতিতে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতে হয়। কিছু কবিতা, কিছু গল্প বা প্রবন্ধ বা কাহিনি রচনা করা যেতেই পারে তা পাণ্ডুলিপি হয় না। পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে কিছু শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন। যেমন:

১. কথাসাহিত্য হলে সম্পূর্ণ কাহিনি থাকা জরুরি। কাহিনির মান পরের কথা।
২. কবিতা হলে পরিমাণমতো কবিতা থাকা জরুরি। কবিতার মান পরের কথা।
৩. জীবনী হলে সম্পূর্ণ জীবনী থাকা জরুরি। রচনার মান পরের কথা।
৪. পৃষ্ঠাবিন্যাস প্রয়োজন।
৫. পাণ্ডুলিপির উপযুক্ততার জন্য সম্পাদনা করা জরুরি। কনসেপ্ট, বানান, অশুদ্ধ শব্দ ও বাক্য থেকে পাণ্ডুলিপি মুক্ত রাখা জরুরি।
৬. ভূমিকা, ফ্ল্যাপ কথা, লেখক পরিচিতি, ছবি থাকা জরুরি।
৭. প্রয়োজন হলে গ্রন্থপঞ্জি, নির্ঘণ্ট উল্লেখ করা দরকার।
৮. পাণ্ডুলিপিটি কোন শ্রেণির পাঠকদের জন্য তা ভূমিকায় উল্লেখ থাকা জরুরি।
৯. পাণ্ডুলিপিটি হাতে বা কম্পোজ করা হলে—প্যারা (প্যারার শুরুতে স্পেস না হয়ে দ্বিতীয় প্যারা থেকে স্পেস শুরু হয়), শব্দ ও বাক্য স্পেস, হেডলাইন, সাব হেডলাইন, আলাদা আলাদা উল্লেখ করা প্রয়োজন।
১০. প্রয়োজন হলে ফরম্যাটিং, চিত্র, টেবিল, ক্যাপশন রাখতে হয়।

পাণ্ডুলিপির যত্ন ও সংরক্ষণ

পাণ্ডুলিপি একটি মূল্যবাদ সম্পদ। একটি পাণ্ডুলিপি সময়ের কথা বলে। সমাজ, রাষ্ট্র, চরিত্র, ইতিহাস, ঐতিহ্যের কথা বলে। যেমন বলেছে *চর্যাপদ* ও *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*। এসব পাণ্ডুলিপি যত্নে ছিল না অথবা সংরক্ষণ করা হয়নি বলে এগুলোর সম্পূর্ণ অংশ যেমন পাওয়া যায়নি তেমনি রচনাকর্তাদের নাম নিয়েও রয়েছে বিভ্রান্তি। আবার সংগ্রহের অভাবে এগুলো হারিয়ে যেতে বসেছিল। চর্যাপদের পাণ্ডুলিপিটি সংগ্রহ করা হয়েছে নেপালের রাজদরবারের পাঠাগার থেকে আর *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* পাণ্ডুলিপিটি সংগ্রহ করা হয়েছে বাংলার গ্রামের গোয়ালঘর থেকে।

পাণ্ডুলিপির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি

যেকোনো জিনিস বা বিষয়েরই গ্রহণযোগ্যতা থাকে যদি সেটি গুণসম্পন্ন হয়। তাই গ্রহণযোগ্যতার কথা চিন্তা করে সেটি গুণসম্পন্ন করে তৈরি করা প্রয়োজন। গুণসম্পন্ন তখনই হবে যখন পড়াশোনা থাকে, অভিজ্ঞতা থাকে।

পাণ্ডুলিপি সময়োপযোগিতা

একটি পাণ্ডুলিপি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সেটি সময়োপযোগী কি না? সময়োপযোগী বলতে বর্তমানের বিষয় নাও বোঝাতে পারে। একজন লেখক যদি পুরাতন কোনো বিষয় নতুনভাবে উপস্থাপন করেন তাহলেও সেটি সময়োপযোগী হতে পারে। প্রচীন কোনো বিষয়ও সময়োপযোগী হতে পারে। সময়োপযোগী হতে হলে প্রয়োজন—বিষয়টির চাহিদা, রুচি, গুরুত্ব, অবস্থান, উপস্থাপনশৈলী ও নতুনত্ব।

পাণ্ডুলিপি ও বই পরিবার

যেকোনো বিষয়ের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক থাকলে সেটি সুন্দর, ভালো এবং গ্রহণযোগ্যতা-সম্পন্ন হতে বাধ্য। পাণ্ডুলিপি ও বইয়েরও পরিবার রয়েছে। এর সবকটি মিলে বইয়ের মতো বই প্রকাশে সহযোগী হয়।

একটি পাণ্ডুলিপি তৈরিতে একজন লেখক প্রধান হলেও সম্পাদকও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। লেখক পাণ্ডুলিপি রচনা করে একজন প্রফেশনাল সম্পাদক দ্বারা সম্পাদনা করে রেখে দেন। পাণ্ডুলিপিটি যখন সুসম্পন্ন হয়ে যায় তখন তিনি প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। লেখক ও প্রকাশকের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় হওয়া প্রয়োজন। প্রকাশক পাণ্ডুলিপি থেকে বই করতে অনেকেরই সহযোগিতা নেন।

লেখক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি প্রুফরিডার ও সম্পাদক তথ্য, তত্ত্ব, ধারণার শুদ্ধতা বজায় রাখেন, বানান প্রমিত করেন; ভাষা, শব্দ ও বাক্য ও যতির অপপ্রয়োগ থেকে রক্ষা করেন। প্রকাশক তুলিশিল্পীকে প্রচ্ছদ করতে দেন। ডিজাইনার বইটির গেটআপ-সেটআপ করে ছাপতে দেন। তিনটি ধাপে কাজগুলো সম্পন্ন হয়। তিনটি ধাপে যাঁরা চোখ, মন ও অভিজ্ঞতার সংযোগের ঘটক হিসেবে কাজ করেন তাঁরা হলেন—

প্রকাশ পূর্বকাল : লেখক, প্রকাশক, সম্পাদক, তুলিশিল্পী, কম্পোজম্যান, ডিজাইনার, প্রুফরিডার

প্রকাশ চলমান : পেস্টিংম্যান, প্রিন্টিংপ্রেসের কর্মকর্তাগণ, মুদ্রণকর্মী, বাইন্ডার

প্রকাশ উত্তরকাল : ম্যানেজার, বিক্রয়কর্মী (সেল্‌সম্যান)

লেখক ও প্রকাশক: লেখক তাঁর মেধা অনুসারে পছন্দসই বিষয়ভিত্তিক একটি পাণ্ডুলিপি দাঁড় করান। এটি পাতার এক সাইডে লেখা থাকে, উভয় সাইডে নয়। পাণ্ডুলিপিটি তিনি সুন্দরভাবে প্রকাশকের কাছে উপস্থাপন করেন। অথবা নিজে কম্পোজ করে, বইয়ের মতো করে প্রকাশকের কাছে উপস্থাপন করেন।

লেখককে অবশ্যই মনে রাখতে হয়, বৈচিত্র্য ও ব্যতিক্রম, বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ রচনায় যা দেখে বা শুনে একজন প্রকাশক আকৃষ্ট হয়ে গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। পাণ্ডুলিপিটি জমা দিয়েই লেখকের কাজ শেষ হয়ে যায় না। শেষ প্রুফটি লেখক দেখলে বইটি যথার্থ হয়। গ্রন্থ রচনার সঙ্গে একজন লেখকের ব্যাবসা জড়িত না থাকলেও একজন প্রকাশকের থাকে; এমন চিন্তা করেও অনেক লেখক গ্রন্থ রচনা করেন। লেখক যেমন একা লিখে একাই এর কৃতিত্ব নিতে চান। প্রকাশক কিন্তু তা পারেন না। তাঁর প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকেন অনেকেই। যেমন: ম্যানেজার, সম্পাদক (এডিটর), প্রুফরিডার, কম্পোজিটর, ডিজাইনার, শিল্পীসহ অনেকে। তাঁদের কাজগুলো হলো টিমওয়ার্ক। তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা বাস্তুসংস্থানের মতো।

লেখকের গ্রন্থটি ম্যানেজার প্রথমত দেখে ছাপার উপযুক্ত মনে করলে প্রকাশকসহ সিলেকশন বোর্ডে বসে গ্রন্থটি ছাপার উপযুক্ত কি না তাঁর অনুমতি সংগ্রহ করেন। এরপর কম্পোজিটর কম্পোজ করতে শুরু করেন। আর যদি লেখক কম্পোজ করে থাকে তাহলে পেনড্রাইভ, সিডি বা ডিভিডিতে তা জমা দেন। কম্পোজ পেলে কম্পোজিটরের কষ্ট অনেকখানি কমে যায়। তিনি শুধু বইয়ের আকৃতি অনুসারে মেকআপ-গেটআপ দেন। এতে সাহায্য করেন ডিজাইনার। সাধারণত গ্রন্থটি কম্পোজ করা হয় এমএস ওয়ার্ডে। কোয়ার্ক এক্সপ্রেসেও করা হয় তবে এমএস ওয়ার্ডে অল্প সময়ে শত শত পাতা সহজে সম্পন্ন করা যায়। দেশি অথবা প্রবাসী কোনো লেখক (নতুন) যদি প্রকাশক বা

প্রকাশনার সঙ্গে যোগাযোগ করে সন্তুষ্টি লাভ করে তাহলে সেই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান তাঁর কাছে আইডলে পরিণত হয়। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে যদি মূল্যায়নধর্মী মন্তব্য পান তাহলে লেখক সচেতনতার সঙ্গে পরবর্তীসময়ে যোগাযোগ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

লেখক ও সম্পাদক: লেখক ও সম্পাদকের সম্পর্ক খুব গভীর হয়, জ্ঞানবান্ধব হয়। লেখকের চূড়ান্ত মূল্যায়ন এবং প্রকাশকের স্বীকৃতি প্রদান—একজন সম্পাদকের হাত থেকেও হতে পারে। বুদ্ধদেব বসু, প্রমথ চৌধুরী, রোকনুজ্জামান খান, আহসান হাবীব, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, আফলাতুন, সিকান্‌দার আবু জাফর—তাঁদের যেমন ছিল লেখকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক তেমনি ছিল গ্রহণযোগ্য সম্পাদনারীতি।

সম্পাদকের চোখ শকুনের চোখ। গ্রন্থ পাঠকের হাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সব কাজ সম্পাদকের তদারকিতে হয়ে থাকে। সম্পাদককে সাহায্য করেন সহসম্পাদক বা সহকারী সম্পাদক। একটি গ্রন্থ রচনা করার জন্য যেমন বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার তেমনি গ্রন্থটি উপস্থাপনের জন্যও জ্ঞান থাকা দরকার। কোন বিষয়ে গ্রন্থটি রচনা করা হবে, বিষয়টি কীভাবে উপস্থাপন করা হবে—এসব মাথায় রেখেই অর্থাৎ সচেতনভাবে একটি গ্রন্থ উপস্থাপন করতে হয়। শুধু গ্রন্থ রচনা করলেই হয় না সেটি প্রকাশের ক্ষেত্রের দক্ষতা দেখানো দরকার হয়ে পড়ে। লেখকের সঙ্গে এই কাজ করে থাকেন একজন সম্পাদক।

যিনি সম্পাদনা করেন তিনি সম্পাদক। এতটুকু বললে কি সম্পাদকের কাজ সম্পূর্ণ প্রকাশ পায়! না, সম্পাদকের কাজ যেমন বিস্তৃত তেমনি তিনি বহু গুণের অধিকারী। আবার যিনি প্রুফ দেখেন অর্থাৎ রিড করেন তাঁকে প্রুফরিডার বলে। সাধারণত বলা হয়, যিনি শুধু বানান শুদ্ধ করেন তাকে প্রুফরিডার বলে। আর যিনি ধারণা, বানান ও বাক্যের শুদ্ধতা বজায় রেখে গ্রন্থের সার্বিক দিক দেখে প্রকাশযোগ্য করে তোলেন তিনিই সম্পাদক। প্রুফরিডারও সম্পাদনার কাজ করতে পারেন, যদি সম্পাদনার দিকগুলো ভালোভাবে তাঁর জানা থাকে।

সম্পাদক ও প্রুফরিডার: সম্পাদনা ও প্রুফরিডিং দুটিই একটি রচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি রচনার সার্বিক সৌন্দর্য, অর্থ ও ব্যাকরণগত শুদ্ধতা বজায় রাখা এবং গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। প্রুফরিডার সম্পাদকের চেয়ে কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নন। সম্পাদক বড়ো কাজগুলো করে থাকেন আর প্রুফরিডার ছোটো কাজগুলো করে থাকেন।

প্রুফরিডার খুঁটে খুঁটে ভুলগুলো দেখেন। হতে পারে তথ্যগত, বানান, শব্দ ভুল, বাক্য ভুল, ভাষা, স্পেস, ফন্ট, পয়েন্ট, যতি, বোল্ড, সংখ্যা, সিরিয়াল, শব্দখণ্ড, পৃষ্ঠা নম্বর ইত্যাদির ভুল। অনেকেই মনে করেন, শুধু বানান দেখা প্রুফরিডারের কাজ। তিনি যদি অভিজ্ঞ বা পারদর্শী হন তাহলে তিনি সম্পাদনার সকল কাজ করতে পারেন। তিনি প্রথম প্রুফ (মূল কপির সঙ্গে মিলানো), দ্বিতীয় প্রুফ, তৃতীয় প্রুফ পর্যন্ত সংশোধন করেন। তিনি পাণ্ডুলিপি, গ্রন্থ, পত্রিকা, ম্যাগাজিন, চিঠিপত্র, দলিল, অভিধান ইত্যাদির প্রুফ দেখেন।